দৈনিক জনকণ্ঠ

198

তারিখ ... MAR 22 2000
পৃষ্ঠা 7 ... কলাম 8

এসএসসি পরীক্ষা যেভাবে শেষ হলো

বহিরাগত ও পরীক্ষার্থীদের মধ্যে সংঘর্ষে টিএনও ও শিক্ষকসহ ৫ শতাধিক আহত ॥ নকলের দায়ে ২৮ হাজার পরীক্ষার্থী ও ৬৯ শিক্ষক বহিষ্কৃত

ইলিয়াস খান

নতুন সহস্রাব্দের প্রথম এসএসসি'র তত্ত্বীয় পরীক্ষা শেষ হয়েছে গত ১৫ মার্চ। কিন্তু এই পরীক্ষা চলাকালে ব্যাপক নকল নিয়ে সচেতন মানুষের কৌতূহল মেটেনি এখনও। কেন এই নজিরবিহীন নকলবাজি, কি এর কারণ—এ নিয়ে জিজ্ঞাসার অন্ত নেই তাদের। এসব সচেতন মানুষের প্রশ্ন, অন্যান্য বছরের তুলনায় অধিক সংখ্যক পরীক্ষার্থী হওয়ায় শিক্ষা বোর্ডগুলো পরিদর্শক টিম করেছে বেশি, প্রশ্নপত্রের ধরন পাল্টিয়েছে, নকলপ্রবণ হিসাবে চিহ্নিত কেন্দ্রগুলোতে স্বাভাবিকের চেয়ে অধিক নিরাপত্তাকর্মী নিয়োগ করা হয়েছে—এ সকল পদক্ষেপ ব্যর্থ হলো কেন? কেন কেন্দ্রে কেন্দ্রে চলল নকলের মহোৎসব? এসব 'কেন'র উত্তর খুঁজতে গিয়ে বেরিয়ে এসেছে নানা নেপথ্য কাহিনী।

সর্ববৃহৎ এই পাবলিক পরীক্ষায় এ বছর ৯ লাখ ২৭ হাজার ৮৬৭ পরীক্ষার্থী অংশ নেয়। মোট ৮৪১টি কেন্দ্রে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষা শেষে দেখা গেছে অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে এ বছর প্রায় ২৮ হাজার পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হয়েছে। পরীক্ষা কেন্দ্রে বহিরাগত ও পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষে টিএনও, ম্যাজিস্ট্রেট ও শিক্ষকসহ ৫ শতাধিক ব্যক্তি আহত

(১১- পৃষ্ঠা ৬-এর কঃ দেখুন)

বহিরাগত ও পরীক্ষার্থীদের

(প্রথম পাতার পর)

হয়েছেন। নকলে সহায়তা করায় শিক্ষক বহিষ্কৃত হয়েছেন ৬৯ জন। কর্তৃপক্ষের নজিরবিহীন অব্যবস্থাপনা ও দায়িত্বহীনতার কারণে পরীক্ষা চলাকালে আট জন প্রাণ হারায়।

ঢাকা বোর্ড সূত্র জানিয়েছে, পরীক্ষায় ব্যাপক নকল নিয়ে মূল্যায়ন রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে। এই রিপোর্টেই নকলবাজির সার্বিক চিত্র তুলে ধরা হবে। এসএসসি পরীক্ষার ক্ষেত্রে দেখা গেছে, শহরাঞ্চলের চেয়ে গ্রামাঞ্চলে শতগুণ বেশি নকল হয়। গ্রামের অধিকাংশ কেন্দ্রেই পরীক্ষা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক ক্ষেত্র বিশেষে প্রশাসনসহ সকলে মিলে নকলের মহোৎসবে মেতে ওঠে। এই নকলের প্রধান কারণ রাজনৈতিক বলে জানা গেছে। প্রথমত, রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে প্রচলিত নিয়ম ভেঙ্গে নিজ নিজ এলাকায় অনেকে কেন্দ্র স্থাপন করেন। দ্বিতীয়ত, এসব কেন্দ্রে নকল করতে দিয়ে রাজনৈতিক প্রভাব সুদৃঢ় করে। শিক্ষকদের নৈতিক বোধের অভাবও নকল চলার অন্যতম কারণ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, লেখাপড়া শেষে চাকরি না পাওয়া বেকার যুবকটি কোন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ছাড়াই বাড়ির কাছের স্কুলে শিক্ষকতায় ঢুকে পড়ে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরীক্ষার্থীরা তার প্রতিবেশী কিংবা আত্মীয়স্বজন হয়ে থাকে। ফলে অসদুপায় অবলম্বনকারী পরীক্ষার্থীকে তারা বাধা দিতে পারে না। স্কুলের ফলাফল ভাল করার জন্যও অনেক শিক্ষক-অভিভাবক নকলে সহায়তা করে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর স্বল্পতাও নকলের অন্যতম কারণ। গ্রামের অধিকাংশ কেন্দ্রেরই চারদিকে সীমানা দেয়াল থাকে না। ফলে নকল সরবরাহকারীরা অবাধে কেন্দ্রের জানালা দিয়ে নকল সরবরাহ করতে পারে। পুলিশ কিংবা আনসারের এ ক্ষেত্রে কিছুই করার থাকে না। একই থানায় একাধিক কেন্দ্র থাকায় প্রশাসনিক কর্মকর্তারাও ঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারে না। অনেক সময়ই দেখা যায়, টিএনও কিংবা ম্যাজিস্ট্রেট এক কেন্দ্রে গেলে অন্য কেন্দ্রে ব্যাপক নকল চলে। তখন আর বাধা দেয়ার কেউ থাকে না। মানুষের মূল্যবোধের অবক্ষয়ও নকল চলার বিশেষ কারণ। ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক কেউই নকল করাকে অপরাধ বলে মনে করে না। নকলের যে সুদূরপ্রসারী কুফল রয়েছে এ সম্পর্কে তাদের কোন ধারণাই নেই। সাময়িক লাভটাই তারা দেখছে। সদ্যপ্রতিষ্ঠিত স্কুলকে এমপিওভুক্ত করার জন্যও নকলে সহায়তা করা হয়। কারণ নিয়ম রয়েছে শতকরা ৪০ ভাগ পরীক্ষার্থী পাস না করলে স্কুল এমপিওভুক্ত করা হয় না। অনেক সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনের ক্যাডাররাও তাদের 'কারিশমা' দেখানোর জন্য নকলে সহায়তা করে। এভাবেই নানা কারণে নকল চলে এসএসসি'র মতো সর্ববৃহৎ পাবলিক পরীক্ষায়। দিন দিন এই প্রবণতা বৃদ্ধিই পাচ্ছে। নকল প্রবণতা বৃদ্ধি রোধ প্রসঙ্গে ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডঃ এটিএম শরীফ উল্লাহ বলেন, নকল রোধ করতে ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবকদের মধ্যে নকলবিরোধী মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে। না হলে এই আত্মবিধ্বংসী তৎপরতা রোধ করা যাবে না। তিনি বলেন, এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে সংবাদপত্রসহ সকল গণমাধ্যমকে।